সংবাদ

তারিখ 10 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

আমার দেখা কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা

হাবিবুর রহমান স্বপন

কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় এবারের বাংলাদেশ প্যাভেলিয়নটি সবার সেরা এবং দর্শকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। লাল রংয়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল সদৃশ্য সুন্দর স্থাপনার মধ্যে ৩০টি স্টল। এর দুয়টি অফিসিয়াল এবং ২৪টি বিভিন্ন প্রকাশনার। বাংলা একাডেমি, ইসলামী ফাউন্ডেশন, শিশু একাডেমি, নজরুল ইনস্টিটিউটসহ মোট ৩০টি প্রতিষ্ঠান। ১৮ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৮ মিটার প্রস্থের বিশাল প্যাভেলিয়নটি তৈরিতে খরচ হয়েছে প্রায় ১০ লাখ টাকা।

বইমেলার আকর্ষণীয় বাংলাদেশি প্যাভেলিয়নের সামনে নানা বয়সীদের ছবি ওঠার ভিড়। বাংলা একাডেমির একজন কর্মচারী যিনি মেলায় স্টলের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি জানালেন, গতবারের মেলায় থিম কান্ট্রি ছিল বাংলাদেশ, এবারের থিম কান্ট্রি পেরু। প্যাভেলিয়নে দর্শকদের বসবার জন্য এক কোণায় রয়েছে এক সেট সোফা। চলছে বিশাল টিভি পর্দায় বাংলাদেশের প্রামাণ্য চিত্র। মেঝেতে লাল-সবুজের কার্পেট। গতবারের মেলায় বাংলাদেশের প্যাভেলিয়নটি হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের আদলে। গতবারও মেলার মূল আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশ প্যাভেলিয়ন।

কলকাতা পুস্তক মেলায় প্যাভেলিয়ন মোট ৭৭০টি। এর মধ্যে একশ'টি লিটল ম্যাগাজিনের স্টল। যদিও প্রায় অর্ধেক স্টল দেখলাম ফাঁকা। মেলার চারদিকে চারটি প্রবেশ পথ। প্রতিটি পথেই রয়েছে পুলিশ টাওয়ার। এ ছাড়াও ভিতরে রয়েছে চারটি পুলিশ টাওয়ার। এসব টাওয়ারের সামনে পুলিশ সদস্যরা বসে আছেন পানির ড্রাম নিয়ে। প্লাস্টিকের ড্রামে পানি ভরা আছে পলিথিনে। প্রতিটি পলিথিনে রয়েছে দু'শ মি.লি. পানি। রয়েছে পাবলিক টয়লেট। বইমেলা চত্বরে রয়েছে অনেকগুলো ফাস্ট ফুডের দোকান। দোকানগুলোতে রুচিসম্মত খাবার মেলে, দামও স্বাভাবিক।

ব্রিটিশ কাউন্সিল, তুরস্ক, ব্রিটেন, আমেরিকা, ভিয়েতনাম, জাপান, রাশিয়া, আর্জেন্টিনাসহ বেশ কয়েকটি দেশের প্যাভেলিয়ন দেখলাম। তবে এসব প্যাভেলিয়নে বেশির ভাগ বইই প্রদর্শনীর জন্য, বিক্রির জন্য নয়। ইতালির প্যাভেলিয়নটি ফাঁকা, স্টলটি অনিবার্য কারণে চালু হয়নি। আমেরিকা এবং ইটালির প্যাভেলিয়নের পাশেই সদ্য প্রয়াত কিংবদন্তি শিল্পী সুচিত্রা সেনের স্মৃতিতে স্টল 'স্মৃতিটুকু থাক'। এ স্টলেও ভিড় লক্ষণীয়। বিক্রি হচ্ছে সুচিত্রা অভিনীত সিনেমার সিডি, ছবি ও বই।

কলকাতা সায়েন্স সিটির বিপরীত দিকে বিশাল বইমেলা চত্বর। মেলাকে কয়টি ভাগে নামকরণ করা হয়েছে। সম্মানিত করা হয়েছে বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-গায়ককে। যেমন- মান্না দে সরণি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরণি, ঋতুপর্ণা ঘোষ সরণি, মৌমাছি সরণি, সমরেশ বসু সরণি, স্বর্ণকুমারী সরণি, আশাপূর্ণ দেবী সরণি, গজেন্দ্রকুমার সরণি, প্রতিভা বসু সরণি। একই সঙ্গে পাঁচটি হলে অনুষ্ঠান চলে। এসব মিলনায়তনের নামকরণ করা হয়েছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কমল কুমার মজুমদার, শিশির কুমার ভাদুরী, রামতনু লাহিড়ী ও প্যারিচাঁদ মিত্রের নামানুসারে।

১৯৭৬ সালে প্রবর্তিত এ বইমেলা ১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক বইমেলার স্বীকৃতি পায়। প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের শেষ বুধবার থেকে ১২ দিনব্যাপী চলে এ মেলা। এবারের ৩৮তম মেলা শুরু হয় ২১ জানুয়ারি বিকালে। শেষ হয় ১০ ফেব্রুয়ারি। উদ্বোধন করেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

ফ্রান্সফুর্ট বা লন্ডন বইমেলার মতো কলকাতা বইমেলা গ্রন্থ প্রকাশনা, পরিবেশনা ও অনুবাদ সংক্রান্ত চুক্তি বা ব্যবসা-বাণিজ্য হয় না। বরং প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতারা সাধারণ মানুষের কাছে তাদের প্রকাশিত অথবা পরিবেশিত বাইয়ের প্রচার ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এ মেলায় যোগ দিয়েছেন। কলকাতার বইমেলাকে 'বাঙালির চতুর্দশ পার্বণ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

কলকাতা বইমেলা আন্তর্জাতিক বইমেলা হলেও মেলার সিংহভাগ জুড়ে বাংলা বইয়ের বিক্রিই বেশি। তবে প্রচুর ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশক ও বিক্রেতাও এ মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষার বইও বিক্রি হচ্ছে। যেমন হিন্দি, তামিল, তেলেগু, উর্দু ইত্যাদি। সব বয়সের ক্রেতাও বেশ। আগ্রহ নিয়ে নতুন বই দেখছে সবাই। বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে হুমায়ুন আহমেদের বই বেশি বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়াও বিক্রি হচ্ছে কবি শামসুর রাহমান, জাফর ইকবাল, মুনতাসির মামুন, তসলিমা নাসরিন, হাসান আজিজুল হকের বইগুলো।

কলকাতাং দেখা হলো পাবনার কৃতী সন্তান কবি মাকিদ হায়দারের সঙ্গে। বিশাল দুটি নতুন ব্যাগ কিনে চলেছেন হোটেলের উদ্দেশে। বললেন চলো চা খাই আর কথা বলি। পাবনার খবরা-খবর জেনে নিয়ে বললেন 'আগামীকালের গ্লাইটে ঢাকা ফিরবো। তাই ব্যাগ কিনলাম জিনিসপত্র তো নিতে হবে'। এও বললেন 'আগামীকাল মেজভাই (রশিদ হায়দার) আসবেন বইমেলায়।' মাকিদ ভাইকে বিদায় দিয়ে ঘণ্টাখানেক পর হোটেলে ফিরলাম। আমি পরদিন বইমেলায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। রাস্তায় বেরুতেই কথাসাহিত্যিক রশিদ হায়দারের সঙ্গে দেখা হলো। স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় তিনি বললেন, এই যে পাবনার ছাওয়াল 'কইলকাতায় কবে আইল্যা'। অনেকক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হলো। তারপর তার কাছেই জানলাম তিনি আমার হোটেলের লাগোয়া হোটেলের ৪০৪ নম্বর রুমে উঠেছেন। দুপুরের খাবার সমাপন করে তিনি রুমে যাচ্ছিলেন বিশ্রামের জন্য। রশিদ ভাই কলকাতা গেছেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরের সঙ্গে। আরও আছেন সংস্কৃত সচিব ড. রণজিত কুমার বিশ্বাস, শিক্ষা সচিব কামাল চৌধুরী, কবি অসীম সাহা, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির ওসমান গণি খান। মন্ত্রী উঠেছেন আহাকাছি দূরত্বের গ্রান্ড হোটেলে। ৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় বইমেলার 'পাঠক' স্টলের সামনে কামাল চৌধুরীর 'নির্বাচিত কবিতা' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। কবি গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কামাল চৌধুরীর কবিতা প্রসঙ্গে কথা বলেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দিল্লিস্থ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার এনামুল হক চৌধুরী, কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের উপ-হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম, কবি শংকর চক্রবর্তী, সাংবাদিক ফারাজী আজমল হোসেন প্রমুখ।

কলকাতা বই মেলাটি সায়েন্স সিটির বিপরীত দিকে অবস্থিত। মাঝে বিশাল এবং ব্যস্ত সড়ক ও ফ্লাইওভার। মাটির নিচের টানেল পথে যাতায়াত করতে হয়। প্রশস্ত টানেল। টানেলের ভিতরে বেশ কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ ও নিরস্ত্র রক্ষী রয়েছে নিরাপত্তার কাজে। কলকাতা বইমেলার শৃঙ্খলা দেখে খুবই ভালো লাগল। পুলিশ প্রবেশ পথেই দর্শকদের হাতে হাতে দিয়ে দিচ্ছে মেলার ম্যাপ। চার রঙা এ ম্যাপে সব কিছু সুন্দর করে দিক-নির্দেশনা দেয়া আছে।

আমি মেলা চত্বরে ঘুরে মনে মনে ভাবলাম আমাদের একুশে বইমেলার পরিসরও তো এবার বাড়ানো হয়েছে। যদি বাংলা একাডেমি থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত কলকাতার মতো প্রশস্ত টানেল করে দেয় হয় তাহলে মেলায় যাতায়াত সহজ ও সাবলীল হবে (এবারের একুশে গ্রন্থ মেলা উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তেমনটিই বলেছেন)। খোলামেলা চত্বরে কলকাতা বইমেলায় চলাচল করে বেশ স্বচ্ছন্দ্য বোধ করেন সবাই।

কলকাতা বইমেলায় প্রতি বছরেই একটি করে থিম কান্ট্রি থাকে। এবারের দেশ পেরু। পেরুর বিখ্যাত এবং বিশ্বের আশ্চর্যতম মাচুপিচু'র বিশাল চকচকে ছবি দেখতে দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড ভিড়। আমি লাইনে দাঁড়িয়ে প্রবেশ করতে পারলাম। প্রতি ব্যাচে ১০ জন করে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে। স্টলটি দেখার জন্য সময় মাত্র ১০ মিনিট। একবারে দেখা হলেও তৃপ্তি পেলাম না তাই পরদিন আবারও মেলায় প্রবেশ করে প্রথমেই ঢুকলাম পেরুর প্যাভেলিয়নে। এর পর বের হয়েই কয়েকটি স্টলে বই কিনতে গেলাম। প্রাচীনতম প্রকাশনা সংস্থা 'ঘোষ এন্ড মিত্র' স্টলে ক্রেতাদের উপচেপড়া ভিড়। সামনে এগুতেই দেখলাম বইতে ক্রেতাদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন প্রখ্যাত লেখক সমরেশ মজুমদার। আমি তাকে আমার লেখা 'অনন্য রবীন্দ্রনাথ' বইটি উপহার দিলাম। আমি সাংবাদিক এ পরিচয় পেয়ে ডেকে কাছে চেয়ারে বসতে বললেন। স্টলের ভিতরে প্রবেশ করে লেখকের পাশে বসলাম। তিনি কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে আমাকে বললেন ২০ ফেব্রুয়ারি তোমাদের ঢাকায় যাব। দেখা হবে। এত ভিড়ের মধ্যেও স্টলটির ব্যবস্থাপক চা দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। লেখক সমরেশ বাবু তো মহাব্যস্ত। আমাকে তার লেখা 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসটি উপহার দিলেন। তিনি ক্রেতা-ভক্তদের বইতে অটোগ্রাফ দিয়েই চলেছেন। দূরদর্শনের একজন সাংবাদিক ক্যামেরা নিয়ে সমরেশ মজুমদারের সামনের টেবিলে এসে বললেন দাদা একটা সাক্ষাৎকার। বললেন না না এখন ওসব হবে না। সাংবাদিক বন্ধু বললেন, ছোট্ট দুটি কথা বলুন মেলা প্রসঙ্গে। এবারও তিনি বিনয়ের সঙ্গে না বললেন। কিছুক্ষণ থাকার পর বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

কলকাতা বইমেলা শুরু হয় প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে। খোলা থাকে রাত ৮টা পর্যন্ত। মেলায় বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হয়। হয় গান, কবিতা, নাটক, বই নিয়ে আলোচনা। ৩ ফেব্রুয়ারি কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেটো গান নিয়ে আলোচনা শুনলাম। স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকরা অংশ নিয়ে তথ্যবহুল কথা বললেন।

এবারের কলকাতা পুস্তক মেলায় শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং শ্রেষ্ঠ লিটিল ম্যাগাজিনের পুরস্কারটি পেয়েছে এ যুগের রক্ত করবী।

'কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা' মেলা আমাদের 'একুশে গ্রন্থ মেলা'র মতো আবেগপূর্ণ না। তবে তাতেও প্রাণ আছে। বইপ্রেমীদের যথেষ্ট আগ্রহ দেখে তেমনই তো মনে হলো।

hrahman.swapon@gmail.com